দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 APR 2009
পৃষ্ঠা … কলাম …

নারীর বিজ্ঞানশিক্ষা ও চাকরিজীবন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরে ছাত্রী সংখ্যা জরিপ করলে দেখা যায় যে দিন দিন মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান শাখায়ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সে তুলনায় বিজ্ঞান অনুষদে ছাত্রী সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। প্রায় ত্রিশ বছর আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর ৩০ শতাংশ ছিল নারী শিক্ষার্থী এবং এখনও এ অনুপাত প্রায় একই, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর! ২০০৬ -২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাবি'র পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ১৪০ জন মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫ জন মেয়ে, রসায়নে ৮৬ জন মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ জন মেয়ে, গণিতে ১৪৫ জনের মধ্যে ৪৭ জন মেয়ে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৩ জন মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন মেয়ে। যেখানে সকল ক্ষেত্রে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে এ বিজ্ঞান বিষয়ে মেয়েদের সংখ্যা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে না, এ বিষয়টি অনুসন্ধানের দাবি রাখে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর দেখা যায় প্রচুর মেয়ে বিজ্ঞান শাখা থেকে বিষয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা, ইংরেজি, সমাজকল্যাণ এ সকল বিষয়ে চলে যায়। ২০০৬ -২০০৭ শিক্ষাবর্ষে বাংলায় মোট শিক্ষার্থী ছিল ১৪২ জন এবং তাদের মধ্যে মেয়ে ৫০ জন। ভাষাবিজ্ঞানে ৯৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ৪৫ জন। আনুপাতিক দৃষ্টিকোণে সংখ্যাটি কলা কিংবা সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে নারীশিক্ষার ইতিবাচক লেখচিত্র তুলে ধরে।

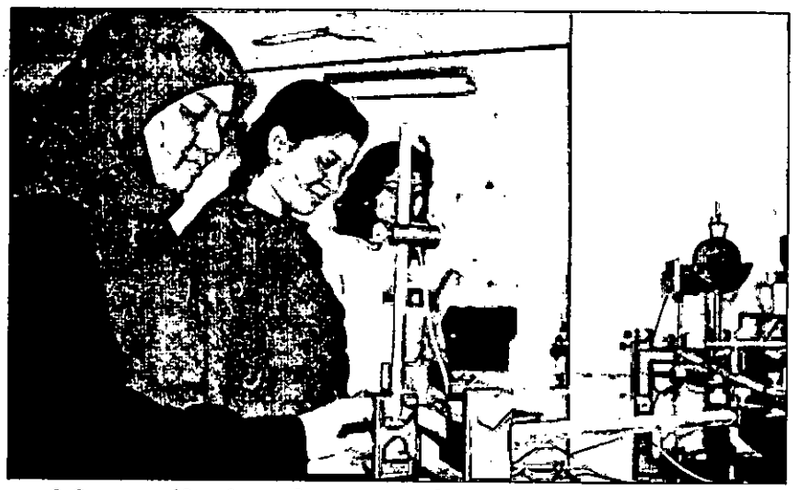

বিজ্ঞান অনুষদে কেনো নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এ বিষয়ে কথা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী মাইসা মরিয়মের সঙ্গে। তার অভিমত বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে পড়তে গেলে প্রচুর সময় দিতে হয়। তাছাড়া বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পথটি অমসৃণ। প্রচুর ছেলে বিদেশে মাস্টার্স করতে চলে যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে যা বিরাট বাধা। ভূ-তত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুনিমা আক্তার জানালো, অনেক সময় সহপাঠী ছাত্রের কাছ থেকেই শুনতে হয় যে তোমাদের তো মজা, পড়বে অনার্স সম্পূর্ন করবে, তারপর বিয়ে। যেন বিয়ের জন্যই এই পড়াশুনা ও ডিগ্রি অর্জন। যেন অনার্স করে চাকরি করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, করলেও সেটা মেয়েদের সখ। আগে বিয়ের জন্য ডিগ্রি লাগত না, নারীদের সে সময় পড়ারও দরকার হতো না। একজন ছেলে ও মেয়ে দুজনই শিক্ষার্থী এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, চাকরির জন্য দুজনকেই সমান ভাবে পরিশ্রম করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয় সমূহে কোনো মেয়ে পড়তে চাইলে বা বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হলেও অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরী করা হয় যে বিজ্ঞানী হওয়া, গবেষণা করা মেয়েদের জন্য নয়। কোনো মেয়ে অনার্স ডিগ্রি লাভ করার পর বিদেশে মাষ্টার্স করতে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ের নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিবেশের কারণে মনের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তার বিসর্জন দিতে হয়। ভাগ্য খুব ভাল হলে মা বাবা মেয়েকে এমন ছেলের সাথে বিয়ে দেন যে বিদেশে পড়ছে এবং তার বউ হিসেবেই একজন মেয়ের বিদেশে যাওয়া সম্ভব হয় ও স্বামীর সাথে পরিবেশ সাপেক্ষে মাষ্টার্স করার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়। অনার্স ডিগ্রি লাভের পর একই কাজে যখন বিদেশ থেকে মাষ্টার্স করে আসা একজন ছেলের সাথে কোনো নারীকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই নারী পিছিয়ে পড়ে। সে সময় নারীর পরিবেশ, সামাজিক বাধা বিচার করা হয় না। বিদেশে যেমন ছেলে গবেষক রয়েছে তেমনি আছে মেয়েও, যাদের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে বরং বেশি। দেশে একজন নারী গবেষনার কাজে নিয়োজিত থাকলে, স্থাপত্যবিদ্যা বা যন্ত্রকৌশলে পড়লে তাকে প্রচুর সময় দিতে হবে অফিসে যা সাধারনভাবে অনেক পরিবার এবং স্বামীর কাছে এখনও গ্রহনযোগ্য নয়। এসব বিচার করেই দেখা যায় যে এসব বিষয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সমাজের এই ধারা বদলাতে হবে। একজন নারী পড়ার পাশাপাশি যেমন খন্ডকালীন চাকরি করছে, সকল কাজে অংশগ্রহণ করছে তেমন একজন ছেলের মত তার পক্ষেও বিদেশে মাষ্টার্স করতে যাওয়া সম্ভব। সেও একজন গবেষক হতে পারে, প্রকৌশলি কিংবা চিকিৎসক হওয়া নারীর জন্য অস্বাভাবিক নয়। চাকরি ক্ষেত্রেও নারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যা অত্যন্ত আশার কথা। একজন নারীকে তার সংসার, পরিবার, সন্তান সকলের চাহিদা পূরণ করে, তাদের সকল সমস্যার সমাধান করে একজন পুরুষের সাথে চাকরিক্ষেত্রে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়, কোনো কারণে কাজে সমস্যা থাকলে শুনতে হয়, মেয়ে দেখেই এই অবস্থা। অপরদিকে তার পুরুষ সহকর্মী, যার প্রধান কাজ এই চাকুরী, তার কোনো কাজে সমস্যার ক্ষেত্রে সিনিয়র অফিসার অখুশী হলেও এরূপ কোন মন্তব্য শুনতে হয় না। তাই সংসারের সকল কাজকর্ম, সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্বভার মূলত নারীদের উপর। এই মনোভাব বদলাতে হবে। সকল কর্মকান্ড সমান ভাগ করে নিলেই একজন নারী তার দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারে সক্ষম হবে এবং চাকরিক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতাটি হবে সুষ্ঠু ও সমতাভিত্তিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষাগারে কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী —ছবি : গোলাম রসূল মারুফ

উচ্চ মাধ্যমিকের পর দেখা যায় প্রচুর মেয়ে বিজ্ঞান শাখা থেকে বিষয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা, ইংরেজি, সমাজকল্যাণ এ সকল বিষয়ে চলে যায়। ২০০৬ -২০০৭ শিক্ষাবর্ষে বাংলায় মোট শিক্ষার্থী ছিল ১৪২ জন এবং তাদের মধ্যে মেয়ে ৫০ জন। ভাষাবিজ্ঞানে ৯৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ৪৫ জন। আনুপাতিক দৃষ্টিকোণে সংখ্যাটি কলা কিংবা সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে নারীশিক্ষার ইতিবাচক লেখচিত্র তুলে ধরে।

❑ সামিহা সুলতানা অনন্যা